শরৎ-মাধুরী

-নির্ঝর পাল

অনিন্দিত সৌন্দর্য্যের পশরা নিয়ে,
নীল আকাশে সাদা মেঘের ভেলায় চড়ে
যখন শরৎ আসে, তখন আমাদের 'মন বলে যাই যাই রে'।
সেই অজানার আহ্বানে উতলা হল, আমার রোম্যান্টিক সত্ত্বা,
আমিও নেচে উঠলুম; যাব শৈলশহর সিমলায়।
কিন্তু কল্পনা আর বাস্তবের বিপরীত সহাবস্থানে স্বপ্ন গেল ভেঙে।
শরতের এক সোনাঝরা বিকেলে বন্ধুদের গাড়ী যখন আমার
চোখের উপর একরাশ জ্বালা ধরা কালো ধোঁয়া ছেড়ে
'দূরে বহুদূরে' মিলিয়ে যেতে লাগল,
গাড়ীর অব্যক্ত আওয়াজে মনে হল,
আমার সমস্ত স্বপ্নরঙীন কল্পনাকে ঐ লৌহ দানব তার
উদ্ধত পদাঘাতে চুরমার করে সদর্পে এগিয়ে গেল
হাসতে হাসতে
অন্তহীন সৌন্দর্য্যের পথে, নিরুদ্দেশ অভিসারের লক্ষ্যে
আমার অন্তরঙ্গ বন্ধুদের 'যাত্রা হল শুরু'।
আর আমি আমার হৃদয়-গভীরে গুমরে উঠা
ব্যর্থ স্বপ্নকে সঙ্গী করে, এক বোবা সালাই হয়ে
নি:সঙ্গ নির্জন ঘরে ফিরে এলাম।

শরতের পূর্ণিমায় মাদলের তালে তালে
হিমালয়ের রজত শুভ্র তুষার-ধৌত চাঁদের হাসি
অরূপের মর্মঝরা রূপ নিয়ে বন্ধুদের দৃষ্টিপথে উদ্ভাসিত হলো,
আশ্বিনের সেই দিগন্তপ্লাবী সন্ধ্যায় তারা গান ধরল ;
"ধরায় যখন দাও না ধরা,
হৃদয় তখন তোমায় হারা"
আর আমি তখনো আমার 'ব্যর্থ প্রাণের আবর্জনা' স্বপ্নরাশিকে
সঙ্গী করে এক হতাশ কল্পনার মায়াজাল বিস্তার করছি,
আর আমার সমস্ত আকাশ বাতাস জুড়ে প্রতিধ্বনিত হচ্ছে
সেই ধ্রুববাণী - "ক্ষুধার রাজ্যে পৃথিবী গদ্যময়,
পূর্ণিমার চাঁদ যেন ঝলসানো রুটি"।

Scanned by CamScanner